সমাজের সংশোধন

09-January-2020

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَارَسُوْلَ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصْحٰبِکَ یَا حَبِیْبَ اللّٰہ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصْحٰبِکَ یَا نُوْرَ اللّٰہ

نَوَیْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِکَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰی عَلَیَّ فِیْ یَوْمٍ اَلْفَ مَرَّۃٍ لَمْ یَمُتْ حَتّٰی یَرٰی مَقْعَدَہٗ مِنَ الْجَنَّۃِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একদিনে এক হাজার (১০০০) বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ জান্নাতে নিজের স্থান দেখে নিবে না।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকির ওয়াদ দোয়া, ২/৩২৬, হাদীস- ২৫৯০)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِیَّۃُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِّنْ عَمَلِہٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টঃ

নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَی اللہ! ,اُذْکُرُ اللہ! ,صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! "সমাজের সংশোধন" আজ আমাদের বিষয়, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সমাজ মানুষ দ্বারাই গঠিত হয়, যখন প্রতিটি মানুষ নিজেকে ঠিক করার জন্য সত্য অন্তরে চেষ্টা করবে তখন সমাজের বিগড়ে যাওয়া চিত্র সয়ংক্রিয়ভাবে ঠিক হতে থাকবে।

আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ আমাদের একটি উদ্দেশ্য প্রদান করেছেন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।** اِنۡ شَآءَ اللہ" এই উদ্দেশ্যের প্রথম এব প্রয়োজনীয় অংশও এটাই যে, প্রথমে আমাকে নিজের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। এই মূল কারণ হলো, যখন প্রত্যেক মুসলমান নিজের এই মানসিকতা বানিয়ে নিবে যে, আমাকে নিজের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে তখন সমাজের ডুবন্ত তরী সয়ংক্রিয়ভাবে সহায়তা পেতে থাকবে। নিজের সংশোধনে সমাজ কিভাবে ঠিক হতে পারে, আসুন! তা একটি ঘটনা দ্বারা বুঝার চেষ্টা করি:

নিজের ছবি ঠিক করুন!

এক ব্যক্তি অধ্যয়নে ব্যতিত ছিলো, পাশেই তার সন্তান খেলছিলো, যে বারবার তাকে বিরক্ত করছিলো এবং এভাবে তার অধ্যয়নে ব্যাহত হচ্ছিলো। পিতা সন্তানকে অনেকবার বুঝালো কিন্তু সন্তান কিছুক্ষণ তো শান্ত থাকতো তবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর আবারো দুষ্টামি শুরু করতো। পিতা সন্তানের দুষ্টামিতে খুবই অতিষ্ট হয়ে গেলো, এমনকি তার মাথা ব্যাথা শুরু হয়ে গেলো। অবশেষে তার মাথায়

একটা বুদ্ধি এলো এবং সে নিকটেই থাকা কোন একটি দেশের মানচিত্র (Map) ছিড়ে টুকরো টুকরো করলো এবং তা রসন্তানকে দিয়ে বললো: বৎস! পাশের কক্ষে গিয়ে এই মানচিত্রটি ঠিক করে নিয়ে এসো। সন্তান চলে গেলো, তখন সে প্রশান্তির দম নিলো আর মনে মনে ভাবলো সন্তান যতক্ষণে মানচিত্রটি ঠিক করতে থাকবে ততক্ষণে আমি অধ্যয়ন করে নিবো। কেননা মানচিত্রের টুকরোগুলো ঠিক করে বানানো খুবই কঠিন ছিলো এবং এতে সন্তানের অনেক্ষণ সময় লাগতে পারে। সন্তান চলে গেলো এবং পিতা প্রশান্তিতে অধ্যয়ন করা শুরু করলো, তখনও কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হয়েছিলো, সন্তান এসে বললো: আব্বু! মানচিত্র ঠিক করে ফেলেছি। পিতা আশ্চার্য হয়ে গেলো যে, ঘন্টা খানেকের কাজ মুহুর্তেই কিভাবে করলো? সে দেখলো আসলেই মানচিত্রটি ঠিকভাবে বানানো হয়েছে। পিতা জিজ্ঞাসা করলো: এই মানচিত্রটি এত দ্রুত কিভাবে ঠিক করলে? তখন সন্তান বললো: আব্বাজান! যখন আপনি মানচিত্রটি ছিড়ছিলেন তখন আমি দেখলাম যে, এর পেছনে একজন মানুষের ছবি আছে, সুতরাং আমি মানচিত্র ঠিক করার পরিবর্তে মানুষটির ছবিই ঠিক করা শুরু করলাম, যার ফলে মানচিত্রটি সয়ংক্রিয়ভাবে ঠিক হয়ে গেলো। (মকসদে হায়াত, ২৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

পুকুরের খারাপ মাছ কোনটি?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই আজও যদি প্রত্যেকেই নিজের জাহেরী ও বাতেনী অবয়বকে সজ্জিত করার চেষ্টায় লেগে যায় তবে সমাজের বিকৃত চিত্র সয়ংক্রিয়ভাবেই ঠিক হয়ে যাবে। আজ আমাদের সমাজের বিকৃত চিত্রের সংশোধনের খুবই চিন্তা হয়, কিন্তু আফসোস! এই আকাঙ্ক্ষায় আমরা নিজ নিজ চিত্রকে ভুলে গেছি। আজকাল এই উদাহরণ তো দেয়া হয় যে, একটি খারাপ মাছ পুরো পুকুরকে খারাপ বানিয়ে দেয়, কিন্তু কেউ এটা ভাবে না যে, সেই পুকুরের খারাপ মাছটি আমি নই তো! যার কারণে সমাজ নামক এই পুকুর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কোরআন ও হাদীস এবং **আল্লাহ** ওয়ালাদের ঘটনাবলী ও **আল্লাহ** ওয়ালাদের বাণী সমৃদ্ধ বয়ান সমূহ অন্তরের কায়া পাল্টে দেয় কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে দুনিয়া জুড়ে আলোচনা সভা, টক শো, কনফারেন্সের আয়োজন এবং এতে জ্ঞান বিজ্ঞান এবং কথোপকথন হয়ে থাকে কিন্তু ফলাফল কি আসে যে,

"অবস্থার পরিবর্তন দেখা যায় না"। বর্তমানে আমাদের অবস্থাও আশ্চার্যজনক হয়ে গেছে, আমরা কিছু মন্দ কাজকে তো মন্দ মনে করি কিন্তু অসংখ্য মন্দ কাজ এমনও রয়েছে, যেগুলোকে মন্দ বলা তো দূরের কথা, সেগুলো মন্দ মনেও করা হয়না। যেমন; মদপান করা, জুয়া খেলা এবং অপকর্মকারীকে তো মন্দ বলা হয় এবং আসলেই তা মন্দ কিন্তু ভাবুন তো! নামায না পড়া কি মন্দ নয়? শরীয়তের বিনা কারণে রমযান মাসের ফরজ রোযা জেনে শুনে ছেড়ে দেয়া কি কোন গুনাহ নয়? মিথ্যা বলা কি কোন মন্দ কাজ নয়? বেজাল মিশ্রণ কি গুনাহ নয়? শরীয়তের বিনা অনুমতিতে মুসলমানের গীবত করা কি জায়িয? মুসলমানকে কষ্ট দেয়া কি জায়িয? পিতামাতাকে কষ্ট দেয়া **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতা নয় কি? নিশ্চয় এসবও মন্দ কাজ, এই সবই সমাজকে ধ্বংসকারী কাজ কিন্তু এসব অনেকেই মন্দকাজ বলা এবং মনে করতে প্রস্তুত নয়। যদি মন্দ বলেও তাকে কিন্তু এর থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে না। অনুরূপভাবে কিছু মন্দকাজ এমন ধ্বংসময় হয়ে থাকে যে, সমাজ এর কারণে ধ্বংসের সাগরের গভীরে পতিত হতে থাকে, কিন্তু সম্ভবত আমরা এই মন্দকাজ সম্পর্কে জানিও না। এই মন্দকাজের মধ্যে অন্যের হক আদায় না করাও রয়েছে। চিন্তা করুন! আমাদের কি মানুষের হক সম্পর্কে জানা আছে? আমরা কি পিতামাতার হক সম্পর্কে অবগত আছি? সন্তানের ঐ হক সমূহ যা পিতামাতার উপর আবশ্যক, তা কি আমরা জানি? শাশুড়ি বউয়ের সমস্যা তো ঘরে ঘরে আমরা শুনে থাকি, কিন্তু আমরা কি ভেবেছি যে, আমরা কি গীবত, চুগলি, কু-ধারণা ও মিথ্যা সম্পর্কে জানি? যখন আমরা নিজেরাই আবশ্যক জ্ঞান থেকেই দূরে থাকবো তবে এই মন্দকাজ থেকে কিভাবে বিরত থাকবো?

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মন্দকাজ একাকী হোক বা সমষ্টিগত, প্রত্যেক পর্যায়েই হওয়া মন্দ কাজ সমাজকে বিকৃত করে থাকে। সমাজের সংশোধনের জন্য আবশ্যক যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে সর্বাবস্থায় গুনাহ থেকে বিরত থাকা। মনে রাখবেন! কিছু গুনাহ এবং মন্দকাজ এমন, যা আমাদের সমাজে খুবই প্রচলিত হয়ে গেছে এবং সমাজের ধ্বংসের জন্য তা বড় ভুমিকা রাখে। কিন্তু আফসোস! এই মন্দকাজের নেশা এমন, মূর্খ লোকেরা এই মন্দকাজ করার সময় মনে করে যে, এতে কিছুই হবে

না, এতে কার কি হবে, এতে কারো কোন ক্ষতি তো হবে না। কিন্তু আসলে সেই মন্দকাজ শুধু কোন একজনের জন্য নয় বরং পুরো সমাজের ধ্বংসের কারণ হতে থাকে। যদি এরূপ কিছু মন্দকাজকে নিয়ন্ত্রন করা যায় এবং সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি তা থেকে বাঁচার মানসিকতা বানিয়ে নেয় তবে একদিন এই রোগাক্রান্ত সমাজ একটি সুস্থ্য সমাজে পরিবর্তন হতে পারে। اِنْ شَآءَ الله

(১) মিথ্যার ধ্বংসলীলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের সমাজকে ধ্বংসের দিকে ধাবিতকারী যেসকল মন্দকাজ প্রচলিত রয়েছে, তন্মধ্যে একটি মন্দকাজ হলো মিথ্যা। মিথ্যা আমাদের সমাজে নিজের শিকড় এতই শক্তিশালী করে নিয়েছে যে, এখন সমাজের প্রায় প্রত্যেকটি পর্যায় এর আয়ত্বে এসে গেছে। মনে রাখবেন! মিথ্যা সকল গুনাহের মূল, মিথ্যা সকল মন্দ স্বভাবের মধ্যে খুবই মন্দ স্বভাব, মিথ্যাকে সকল ধর্মেই মন্দ মনে করা হয়, মিথ্যা ঈমানকে দূর্বলকারী আমল, মিথ্যা সমাজকে বিকৃত করার কারণ, মিথ্যা অপরের বিশ্বাসকে নষ্টকারী নিকৃষ্ট আমল, মিথ্যা শয়তানের পছন্দনীয় কাজ, মিথ্যা মানুষের সম্পর্ককে ধ্বংসকারী কাজ এবং সবচেয়ে বড় বিষয়টি হলো, মিথ্যা **আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টির কারণ।

আফসোস! আমাদের এখানে কথায় কথায় মিথ্যা বলা খুবই প্রচলিত হয়ে গেছে, মিথ্যুক ব্যক্তি এটা মনে করে যে, মিথ্যা বলে আমার কোন ক্ষতি হয়নি বরং উপকারই হয়েছে, অথচ মিথ্যা মিথ্যুক ব্যক্তির ভেতরকার বিকৃতির কারণ, মিথ্যা মিথ্যুক ব্যক্তিকে অন্যান্য গুনাহেও নিক্ষেপ করে দেয়, মিথ্যা মিথ্যুক ব্যক্তিকে সয়ংক্রিয়ভাবে আরো গুনাহের দিবে নিয়ে যায়। মিথ্যার রোগীর অবস্থাও ভয়ানক ও অনুভুতিহীন হয়ে থাকে। এই এক আধ বারের মিথ্যা বড় ধরনের নষ্টের কারণ হতে পারে। এই এক আধ বারের মিথ্যা বান্দার আখিরাতকে ধ্বংস করে দিতে পারে, এই এক আধ বারের মিথ্যা বান্দার ব্যক্তিত্বকে কলুষিত করে দিতে পারে, এই এক আধ বারের মিথ্যা সমাজে বিশ্বাসের পরিবেশ নষ্ট করে দেয় এবং এই এক আধ বারের মিথ্যা পুরো সমাজের বিকৃতি এবং ধ্বংসের কারণ হয়। আসুন! এবার এটাও শুনি যে, মিথ্যা কাকে বলে?

আল্লামা আব্দুল গনী নাবলুসী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেন: সত্যের বীপরিত কোন কথা বলা হলো তবে তা মিথ্যা। (হাদীকাতু নাদীয়া, ২/৪০০)

আফসোস! এখন তো মিথ্যুকরা مَعَاذَ الله মিথ্যাকে মন্দ মনে করাই ছেড়ে দিয়েছে। দুনিয়ায় মিথ্যা বলে কিছু টাকার উপকার গ্রহন করা, মিথ্যা কৌতুকের মাধ্যমে অন্যকে হাসানো, মিথ্যা স্বপ্ন শুনিয়ে অপরের মন ভোলানো, মিথ্যা বাহানা দেখিয়ে দায়িত্ব গ্রহন না করা, মিথ্যা সুপারিশ করে হকদারের হক না দেয়া, মিথ্যা শপথ করে দুই নম্বর মালকে ভাল বলে বিক্রি করা, লেনদেনে মিথ্যা ওয়াদা করে অপরের অপারগতা নিয়ে খেলা করা, মিথ্যা অযুহাত বলে নিজের জন্য অপরের সহানুভুতি নেয়া ইত্যাদি মিথ্যা অভ্যাস আমাদের সমাজে যেনো রীতি হয়ে গেছে। একটু ভাবুন তো! যখন সফলতার চাবিকাটি অধিকহারে মিথ্যা বলাকে মানা হবে, যখন সম্পদে বরকত অধিকহারে মিথ্যা বলাকে মানা হবে, তখন সমাজ কিভাবে উন্নতি করবে? মিথ্যা বলার শাস্তি খুবই ভয়ানক।

মিথ্যার শাস্তি

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: স্বপ্নে এক ব্যক্তি আমার নিকট আসলো এবং বললো: চলুন! আমি তার সাথে চললাম, আমি দু'জন লোক দেখলাম, তাদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে এবং একজন বসে ছিলো, দাঁড়ানো ব্যক্তির হাতে লোহার একটি বিশেষ অস্ত্র ছিলো, যা দিয়ে সে বসা ব্যক্তির এক চোয়ালে ঢুকিয়ে তা মাথার পেছনের অংশ পর্যন্ত টেনে নিতো, অতঃপর তা বের করে অপর চোয়ালে ঢুকিয়ে ছিড়ে নিতো, ততক্ষণে পূর্বের চোয়াল তার আসল রূপে ফিরে আসলো, আমি আমাকে নিয়ে আসা ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম: এটা কি? সে বললো: এটা মিথ্যুক ব্যক্তি, তাকে কিয়ামত পর্যন্ত কবরে এই শাস্তিই দেয়া হতে থাকবে।

(মাসাবীল আখলাক লিল খারায়িতি, ৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩১)

প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত হাতিম আছাম বলখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমার নিকট এই বিষয়টি পৌঁছেছে যে, মিথ্যুক দোযখে কুকুরের আকৃতিতে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। (তান্বিহুল মুগতারিন, ১৯৪ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে রাসূল! একটু ভাবুন তো! দুনিয়ায় সুইয়ের ব্যাথা সহ্য করতে না পারা ব্যক্তি আখিরাতে চোয়াল ছিড়ার কষ্ট কিভাবে সহ্য করবে? দুনিয়ায় একটি

মশা কামড় দিলে অস্থির হয়ে যাওয়া ব্যক্তি মিথ্যা বলার কারণে কবরে হওয়া আযাব কিভাবে সহ্য করবে? সুতরাং এই মন্দ অভ্যাস থেকে দ্রুত পিছু ছাড়িয়ে নেয়া উচিৎ। যদি সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি মিথ্যা বলা থেকে তাওবা করে নেয় তবে নিশ্চয় অনেকাংশে সমাজের সংশোধন হয়ে যাবে। اِنْ شَآءَ الله

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান

হে আশিকানে রাসূল! সব ধরনের গুনাহ বিশেষ করে মিথ্যা থেকে বাঁচার এবং সত্য বলার অভ্যাস গড়ার জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। মনে রাখবেন! উত্তম সহচর্য সমাজের নিকৃষ্ট মানুষকে উঠিয়ে সফলতার উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়, এর হাজারো উদাহরন আপনারা আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে নিজেদের চোখেই দেখতে পাবেন। জি হ্যাঁ! গতকালকের বেনামাযী আজ শুধু নামায পড়ছে না বরং অপরকেও মসজিদ ভরো কার্যক্রমের অংশীদার বানাতে নেকীর দাওয়াত দিচ্ছে, বরং এরূপ অনেককে ইমামিত মসল্লায়ও দেখবেন যারা আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের ফয়েয পাওয়ার পূর্বে এরূপ ছিলোনা বরং এই মাদানী পরিবেশই তাদের ভাগ্যের নক্ষত্র চমকে দিলো। অনুরূপভাবে আপনারা ভাবতে থাকুন বাহারই বাহার দেখতে পাবেন!

আল্লাহ পাক আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে বাআমল মুসলমান বানান। আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আশিকানে রাসূলের সহচর্যে থাকা ব্যক্তি **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ায় সামান্য পাথরও **"অমূল্য রত্ন"** হয়ে জগমগ জগমগ করতে থাকে। (পর্দা সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তর, ১০৯ পৃষ্ঠা)

সুতরাং মিথ্যা, গীবত, চুগলী, সিনেমা নাটক দেখা ও দেখানো, গান বাজনা শুনা ও শুনানোর ন্যায় মন্দ অভ্যাস থেকে পিছু ছাড়াতে এই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আমলীভাবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজে অংশগ্রহন করার সৌভাগ্য অর্জন করতে থাকুন, আশিকানে রাসূলের কাফেলায় সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য **আল্লাহ**র পথে সফর করুন, সফল জীবন অতিবাহিত করা এবং নিজের আখিরাতকে সজ্জিত করার জন্য প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করে মাদানী ইনআমাতের

পুস্তিকা পূরণ করে নিজ এলাকার যিম্মাদারকে প্রত্যের ইসলামী মাসের ১ম তারিখেই জমা করানোর অভ্যাস গড়ে নিন। সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা, সাপ্তাহিক সম্মিলিতভাবে দেখার **“মাদানী মুযাকারা”**য় নিজেও অংশগ্রহন করুন এবং অপরকেও নিকটও এর দাওয়াত দিতে থাকুন। যদি এই মাদানী কাজে একাগ্রতার সহিত অংশগ্রহন এবং **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে স্থায়ীত্ব নসীব হয়ে যায় তবে **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা আরো বৃদ্ধি পাবে, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام এর মুবারক ফয়যান অব্যাহত হয়ে যাবে, গুনাহের প্রতি মন অসন্তুষ্ট থাকবে এবং সুন্নাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার মানসিকতাও সৃষ্টি হবে। اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) ঝগড়ার ধ্বংসলীলা

হে আশিকানে রাসূল! সামাজিক মন্দ কাজগুলোর মধ্যে একটি হলো ঝগড়া বিবাদ। ঝগড়া বিবাদকে উসকে দেয়া শয়তানের চাহিদার একটি। আজ আমরা যদি নিজেদের সমাজ ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তবে আমাদের স্বত্বা এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে যে, আজ শয়তান তার এই আক্রমনে সফলতা লাভ করছে, যেমন; ✳ কোথাও জাত বংশ নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে তো কোথাও ধর্মীয় গোঁড়ামীর কারণে গুলি বর্ষন হচ্ছে এবং লাশের পর লাশ পরছে। ✳ কোথাও প্রতিষ্ঠানের কর্তা ব্যক্তিদের মাঝে গালাগালি চলছে তো কোথাও ছাত্র শিক্ষকের মাঝে লেগে আছে, ✳ কোথাও স্বামী স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া গাড় হচ্ছে তো কোথাও শাশুড়ি বউয়ের মাঝে কড়া ভাষার আদান প্রদান হচ্ছে, ✳ কোথাও দোকানদার ও ব্যবসায়িক পার্টিরা একে অপরের গলা টিপছে তো কোথাও বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়ার মাঝে হাতাহাতি হচ্ছে, ✳ কোথাও প্রতিবেশিরা একে অপরের রক্ত পিপাসু হয়ে আছে আর কোথাও আত্মীয়দের মাঝে অসন্তুষ্টি, ✳ কোথাও ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে দূরত্ব বেড়েই চলছে তো কোথাও মসজিদ কমিটি ও নামাযীদের মাঝে পরস্পর অসন্তুষ্টি, ✳ কোথাও অনেকদিন ধরে বন্ধুদের মাঝে বনিবনা হচ্ছে না তো কোথাও পুরো ঘরই যুদ্ধের ময়দানে পরিনত হয়ে আছে, ✳ কোথাও রক্ত সম্পর্ক ও তাদের সম্মান ক্ষুন্ন হচ্ছে তো কোথাও আপন ভাইদের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে আছে। মোটকথা! ✳ যারা

কাল পর্যন্ত একে অপরের রক্ষক ছিলো, ✲ একে অপরের জন্য প্রাণ বিসর্জন করার দাবী করতো, ✲ যাদের বন্ধুত্বের তুলনা দেয়া হতো, ✲ যাদের একতার চর্চা চলতো, ✲ একে অপরের বিরুদ্ধে একটি শব্দও শুনা পছন্দ করতো না, ✲ একে অপরকে ছাড়া খেতো না, ✲ দঃসময়ে একে অপরের সাহায্যকারী ছিলো, ✲ তাছাড়া যারা কাল পর্যন্ত অপরকে নেকীর কাজে উৎসাহ দিতো, ✲ সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সমূহে একত্রে আসতো যেতো, ✲ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজে একে অপরকে উৎসাহ দিতো, ঝগড়া বিবাদের ন্যায় ঘৃণ্য শয়তানী কাজের ভয়াবহতার কারণে তাদের মাঝে ঘৃণার এমন শক্ত দেয়াল দাঁড়িয়ে যায় যে, অতঃপর তারা একে অপরকে দেখাও পছন্দ করে না। এভাবে বুঝার চেষ্টা করুন যে, যেমনিভাবে আগুন ঘর, ফ্যাক্টরী, কম্পানি, গুদাম, জঙ্গল, গ্রামগঞ্জ এবং বিভিন্ন জিনিষকে ঘন্টা খানেকের মধ্যে বরং মুহুর্তেই জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, তেমনিভাবে হাসিখুশি দেশ, শহর, বংশ, গোত্র, ঘর, খান্দান, প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনের নিরাপত্তা তছনছ করতে এবং অন্তরে ঘৃণার বীজ বপন করতে প্রায় ঝগড়া বিবাদের ধ্বংসযজ্ঞতাই ভূমিকা পালন করে থাকে। নিশ্চয় যদি আমরা কোরআনী বিধানকে ভুলে না যেতাম, যদি আমরা **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীর প্রতি আমল করতাম, যদি আমরা আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن বাণী থেকে উপদেশ গ্রহন করতাম, যদি আমরা ওলামায়ে হকের দয়াময় আঁচল আঁকড়ে ধরতাম, যদি আমরা ঝগড়া বিবাদের ধ্বংসলীলার প্রতি সজাগ থাকতাম তবে আজ আমাদের সমাজও শান্তির নীড়ে পরিনত হতো।

আসুন! ঝগড়া বিবাদের ধ্বংসলীলা সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি:

ঝগড়া বিবাদের নিন্দা সম্বলিত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী

(১) ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ পাকে**র নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় ব্যক্তি হলো সেই, যে অনেক বেশি ঝগড়াটে। (বুখারী, কিতাবুল মাযালিম, ২/১৩০, হাদীস- ২৪৫৭)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে ঝগড়া করে, সে সর্বদা **আল্লাহ পাকের** অসন্তুষ্টির মধ্যেই থাকে, এক পর্যায়ে তাকে ছেড়ে দেন।

(মওসুআতু লিইবনে আবীদ দুনিয়া, ৭/১১১, হাদীস- ১৫৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বুযুর্গানে দ্বীন ও সমাজের সংশোধন

হে আশিকানে রাসূল! চেষ্টা করুন এবং সত্যের উপর থাকার পরও ঝগড়া বিবাদ ছেড়ে দিন, এতেই কল্যাণ নিহিত। নিশ্চয় সত্যের উপর থাকার পরও ঝগড়া বিবাদ ছেড়ে দেয়া খুবই উত্তম এবং সাহসী কাজ। কিন্তু এটাই সেই পদ্ধতি যা সমাজে ঝগড়া বিবাদের অগ্রগতিকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে। আমাদের বুযুর্গদের এই অভ্যাস ছিলো যে, তাঁদের সাথেও খারাপ ব্যবহার করা হতো, তাঁরা ক্ষমা কে রদিতো এবং কোনরূপ প্রতিশোধ নিতো না। লোকেরা তাঁদের হক আত্মসাৎ করতো কিন্তু এই ব্যক্তিত্বরা মানুষের হক আদায়ে কখনোই উদাসিন হতেন না, মূর্খ লোকেরা তাঁদের বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দিতো, কিন্তু এই ব্যক্তিত্বরা তাদেরকে ইটের বদলে পাথর দিয়ে এবং নফসকে খুশি করতে রাগ করার পরিবর্তে দোয়া করতেন আর ক্ষমা করে দিয়ে সাওয়াবের ভান্ডার অর্জন করতেন। অনুরূপভাবে যেখানে তারা ক্ষমা করে দিয়ে সাওয়াব পাওয়ার সুযোগ পেতেন, সেখানে সমাজেও নিরাপত্তা ও প্রশান্তির পরিবেশ প্রসার হতে থাকতো। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি।

ক্ষমা করা সামর্থ্য থাকার পরই হয়ে থাকে!

হযরত মা'মার বিন রাশিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: এক ব্যক্তি হযরত কাতাদা বিন দিআমা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ছেলেকে জোড়ে পাথর মারলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছেলেকে বললেন: "তুমিও তাকে সেভাবে পাথর মারো যেভাবে সে তোমাকে মেরেছে আর বললেন: বৎস! আস্তিন উপরে করে নাও এবং হাত উঁচু করে জোড়ে থাপ্পড় মারো।" সুতরাং ছেলে আস্তিন উপর করলো এবং থাপ্পড় মারার জন্য হাত উঁচু করলো তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তা রহাত ধরে নিলো এবং বললো: "আমি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য তাকে ক্ষমা করে দিলাম, কেননা সামর্থ্য থাকার পরই ক্ষমা করতে হয়।" (আল্লাহ ওয়ালো কি বাঁতে, ২/৫১৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সমাজের সংশোধন

হে আশিকানে রাসূল! বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن ক্ষমা করা এবং সমাজের সংশোধনের প্রেরণাকে সাধুবাদ! اَلْحَمْدُ لِلّٰه বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن

সহচর্যে থেকে প্রশিক্ষিত আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ও সমাজের সংশোধনের ব্যাপারে খুবই সক্রিয়। তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সমাজের সংশোধনের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে লিপ্ত রয়েছেন, তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মানুষদের বিনয় ও নম্রতার সহিত নেকীর দাওয়াত দিয়ে গুনাহ থেকে বিরত রাখার সর্বদা চেষ্টা করে থাকেন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه যেমনিভাবে ব্যক্তিগতভাবে বুঝানোর মাধ্যমে সমাজের সংশোধন করছেন, তেমনিভাবে নিজের মাদানী মুযাকারার মাধ্যমেও সমাজের সংশোধনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন, তাঁর বয়ান এবং মাদানী মুযাকারা প্রভাবের তীর হয়ে প্রভাব বিস্তার করে। মাদানী মুযাকারার শ্রোতাদের মনযোগের অবস্থা দেখার মতো হয়ে থাকে। আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমা হোক বা মাদানী মুযাকারা, অধিকাংশ আশিকানে রাসূল তাঁর বাণী সমূহ থেকে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হয়, ইন্টারনেটের মাধ্যমে মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতাদের সংখ্যা এর আওতার বাইরে। শুধু তাই নয়, বরং তাঁর সুন্নাতে ভরা বয়ান ও মাদানী মুযাকারা মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে ঘরে, দোকানে এবং জামেয়া ইত্যাদিতেও খুবই আগ্রহ সহকারে দেখা হয়। তাঁর বয়ানের ধরণ খুবই সাধারণ এবং বুঝানোর পদ্ধতি এমন স্পষ্ট হয়ে থাকে যে, লাখো মুসলমান তাওবা করে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার পবিত্র প্রেরণায় অনুপ্রেরিত হয়ে গেছে, আসুন! একটি ঘটনা শ্রবণ করি।

নামাযী ডাকাত

করাচীর একজন যিম্মাদার ইসলামী ভাইয়ের এক বন্ধু খুবই আধুনিক ছিলো, জুয়া এবং মদ পানের অভ্যাস ছিলো। কোন ভাবেই তাকে ফিরানো যাচ্ছিলো না। একবার করাচী থেকে কলম্বো যাওয়ার সময় সেই যিম্মাদার তার মালামালের মধ্যে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট **"নামাযী ডাকাত"** ঢুকিয়ে দিলো। কলম্বো পৌঁছে সে বয়ানটি শুনলো, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কথাগুলো তার মাঝে প্রভাব বিস্তার করতে লাগলো। এই বয়ানের বরকতে তার মাঝে আশ্চার্যজনক পরিবর্তন এসে গেলো, এমনকি সে চেহারায় দাড়ি শরীফ এবং মাথায় পাগড়ী শরীফের মুকুট সবসময়ের জন্য সাজিয়ে নিলো,

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলো এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরীদ হয়ে আত্তারী হওয়ার সৌভাগ্যও অর্জন করলো। (তা'রিফে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ফয়েয

হে আশিকানে রাসূল! আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মনে নেকীর দাওয়াত প্রসার করা এবং সমাজের সংশোধনের প্রেরণার আলোকে মানুষদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার আগ্রহ ভরা আছে। তাঁর উম্মতের মুসলিমাকে নামাযী, নিয়মিত রোযাদার বানানো, সুন্নাত শিখা ও শিখানো, নেকীর প্রেরণা প্রদান, গুনাহ থেকে বাঁচার মানসিকতা বানানোর জন্য ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه শুধু নিজেই অটলতার সহিত নেকীর দাওয়াত প্রসার করাতে লিপ্ত নন বরং মাঝে মাঝে ইসলামী ভাইদেরকেও নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করার মানসিকতা প্রদান করে থাকেন। এই উদ্দেশ্যকে দুনিয়ার কোণায় কোণায় প্রসার কার জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ভিত্তি গেঁথেছিলেন এবং এতে জীবনের প্রায় প্রতিটি পর্যায়ের মানুষের সংশোধনের জন্য অনেক বিভাগও প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিজের কিতাব ও পুস্তিকার মাধ্যমেও নেকীর দাওয়াতের ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছেন। তাঁর লেখনির বরকতে লাখো মুসলমান বিশেষকরে যুবকদের জীবনে মাদানী পরিবর্তন এসে গেছে এবং তারা অপরাধ ও গুনাহের জগত ছেড়ে সরল পথে এসে গেলো। যদি আমরাও নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং অপরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার মানসিকতা পোষণ করি, যদি আমরাও নিজের সমাজকে নিরাপদ ও প্রশান্তিময় করতে চাই তবে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাই, অপরকেও এর সাথে সম্পৃক্ত করি, নিজেও মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করি, অপরকেও আমল করার উৎসাহ প্রদান করি, নিজেও মাসে তিনদিন কাফেলায় সফর করি এবং অপরকেও সফর করাই।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩) সমাজের বিভিন্ন গুনাহ (গীবত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সমাজে পাওয়া যাওয়া গুনাহের মধ্যে একটি হলো গীবত, যা সমাজ ধ্বংসের কারণ হচ্ছে।

মানুষের এমন কোন দোষ উল্লেখ করা, যা তার মাঝে বিদ্যমান রয়েছে, তাকে **"গীবত"** বলে। গীবতের ভয়াবহতার মধ্যে এটাও রয়েছে যে, এটা মন্দ মৃত্যুর কারণ, অধিকহারে গীবতকারীর দোয়া কবুল হয়না, গীবতের কারণে নামায রোযার নূরানীয়্যত চলে যায়।

চুগলী

অনুরূপভাবে চুগলীরও সমাজ ধ্বংসে অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। মানুষের মাঝে বিচ্ছেদ করার জন্য একজনের কথা আরেকজনের নিকট পৌঁছানোকে **চুগলী** বলে। (শরহে মুসলিম লিন নববী, ২/১১২)

চুগলীর কারণে পরিবারের ধ্বংস, পরস্পরের মধ্যে অসন্তুষ্টি এবং ক্ষোভ ও বিদ্ধেষ সৃষ্টি হয়ে থাকে। চুগলখোড়কে **আল্লাহ পাক**ও পছন্দ করেন না।

হাদীসে পাকে রয়েছে: **আল্লাহ পাকে**র নেক বান্দা হলো সেই, যাকে দেখে **আল্লাহ পাকে**র স্মরণ এসে যায় এবং **আল্লাহ পাকে**র খারাপ বান্দা সেই, যে চুগলখোড়ী করে, বন্ধুদের মাঝে বিচ্ছেদ করিয়ে দেয় এবং নেককার লোকের দোষ অন্বেষণ করে। (মুসনাদে আহমদ, ৬/২৯১, হাদীস- ১৮০২০)

গালাগালি

চুগলখোড়ির ন্যায় গালাগালিও আমাদের সমাজে বৃদ্ধি পাচ্ছে, মন্দ কাজগুলোর মধ্যে এটি একটি খুবই মন্দ কাজ, এর মাধ্যমেও ফিতনা সৃষ্টি হয়, যেমন; পরস্পরের মাঝে ঘৃণা সৃষ্টি হয়, ঝগড়া বিবাদ ও অনেক ধ্বংসযজ্ঞতা সামনে চলে আসে। **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুসলমানকে গালি দেয়া নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করার ন্যায়।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল আদব, ৩/৩১১, হাদীস- ৪২৬৩)

হিংসা

অনুরূপভাবে হিংসাও খুবই মন্দ অভ্যাস, গুনাহ এবং সমাজকে ধ্বংসকারী কাজ। কারো নিকট কোন নেয়ামত দেখে আকাঙ্ক্ষা করা যে, আহ! এর নেয়ামত ছিনিয়ে নিয়ে আমর অর্জিত হয়ে যাক, তাকে **হিংসা** বলে। (মন্দ মৃত্যুর কারণ, ১৩ পৃষ্ঠা)

হিংসুকের সারা জীবন জ্বলতে হিংসার আগুনে পুড়তে থাকে, তার প্রশান্তি নসীব হয়না, হিংসা নেকীকে এমনভাবে খেয়ে নেয়, যেমন আগুন কাঠকে।

অহঙ্কার

অনুরূপভাবে অহঙ্কারের প্রতি লক্ষ্য করুন, তো এর কারণেও **আল্লাহ পাক** ও **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টি, সৃষ্টির বিরাগ, হাশরের মাঠে অপমান ও অপদস্তুতা, **আল্লাহ পাকে**র দয়া ও জান্নাতের নেয়ামত থেকে বঞ্চনা এবং দোযখের অধিকারী হওয়ার মতো বড় বড় ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে। নিজেকে উত্তম ও অপরকে অধম মনে করার নাম হলো অহঙ্কার। (অহঙ্কার, ১৬ পৃষ্ঠা)

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার অন্তরে সরিষা দানার ন্যায়ও অহঙ্কার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ২১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৬৬)

কার অবাধ্যতা করছো?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, বর্ণনাকৃত গুনাহ সমূহ সমাজে কিরূপ মন্দকাজের জন্ম দেয়। সুতরাং গুনাহ যতই ছোট বা বড় হোক না কেন এর থেকে বিরত থাকাতেই নিরাপত্তা।

হযরত বিলাল বিন সাআদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: গুনাহ ছোট হওয়ার দিকে তাকাবে না বরং এটা দেখো যে, তুমি কার অবাধ্যতা করছো। (আয যাওয়াজির, ১/২৭)

বান্দার এতটুকু তো জ্ঞান থাকা আবশ্যক যে, সে জাহেরী ও বাতেনী গুনাহ সম্পর্কে জানতে পারে। জাহেরী গুনাহ ও বাতেনী গুনাহের প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকাও ফরয ও আবশ্যকীয় জ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত। অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞানের ন্যায় এসম্পর্কে জানাও আবশ্যক। তাছাড়া যদি গুনাহের ইচ্ছা পোষন করা রসময় মানুষ এটা মনে করে নেয় যে, আমি যেই দয়ালূ রবের অবাধ্যতা করছি তিনি তো আমাকে সর্বদা সর্ববস্থায় দেখছেন, তবে اِنْ شَآءَ الله এভাবে অনেকাংশে গুনাহ থেকে মুক্তি নসীব হয়ে যাবে। গুনাহের প্রতি ঘৃণা করা এবং মুক্তি লাভের একটি অনন্য মাধ্যম হলো কোন উত্তম পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া। اَلْحَمْدُ لِلّٰه বর্তমানের এই স্পর্শকাতর যুগে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ **আল্লাহ পাকে**র মহান নেয়ামত। আপনারাও এই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন, اِنْ شَآءَ الله দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জিত হবে।

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ "মসজিদ দরস"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন এবং নিজের ব্যস্ততা থেকে কিছু না কিছু সময় বের করে যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহন করুন। মনে রাখবেন! যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে প্রতিদিন একটি মাদানী কাজ হচ্ছে "**মসজিদ দরস**", যা ইলমে দ্বীন শিখতে ও শিখাতে খুবই প্রভাবময় উপায়। ☆ **মসজিদ দরস** খুবই সুন্দর একটি মাদানী কাজ, এর বরকতে মসজিদে উপস্থিতির বারবার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ☆ **মসজিদ দরস** এর বরকতে অধ্যয়ন করারও সুযোগ হয়। ☆ **মসজিদ দরস** এর বরকতে মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ ও "**সালামে**"র সুন্নাত প্রসার হয়। ☆ **মসজিদ দরস** এর বরকতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত কিতাব ও পুস্তিকা থেকে ইলমে দ্বীন সমৃদ্ধ মূল্যবান মাদানী ফুল উম্মতে মুসলিমা পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। ☆ **মসজিদ দরস**, বেনামাযীদেরকে নামাযী বানাতে অনেক সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

আত্তারের দোয়াঃ ইয়া **রাব্বে মুহাম্মদ** عَزَّ وَجَلَّ وَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যে ইসলামী ভাই বা ইসলামী বোন প্রতিদিন দু'টি দরস দেবে বা শুনবে তাদেরকে এবং আমাকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করো এবং আমাদেরকে আমাদের **মাদানী আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশে একত্রে রাখো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আসুন! "**মসজিদ দরস**" এর একটি ঈমানোদ্দীপক মাদানী বাহার শ্রবন করিঃ

দরসে বসা ব্যক্তি আলিম হয়ে গেলো

বাবুল ইসলামের (সিন্ধু প্রদেশ) একজন ইসলামী ভাই, যে নবম শ্রেণির ছাত্র ছিলো এবং দুনিয়া অর্জনের চিন্তায় মগ্ন ছিলো, এলাকার ইসলামী ভাইয়েরা তাকে দাওয়াত দিয়ে মসজিদে নিয়ে গেলো। যখন নামায পড়ে মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলো তখন একজন ইসলামী ভাই (যে মসজিদের দরজার পাশে দাড়িয়ে ছিলো) তাকে দরসে অংশগ্রহন করার দাওয়াত দিলো। তখন সে ফয়যানে সুন্নাতের দরসে বসে গেলো। অতঃপর সে ইসলামী ভাইদের বুঝানোর ফলে প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা

পড়তে শুরু করলো। সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করলো, যেখানে তার উৎসাহে আরো উন্নতি ঘটলো। কয়েক সপ্তাহ পর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর টেলিফোনের মাধ্যমে বয়ান রিলে হলো। বয়ানের পর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সম্মিলিতভাবে তাওবা এবং বাইয়াত করালেন, তখন সেই ইসলামী ভাইও গুনাহ থেকে তাওবা করে আত্তারী হয়ে গেলো। অতঃপর সময় অতিবাহিত হতে লাগলো আর সে মাদানী পরিবেশের সাথে ওতপ্রতভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। মাদানী পরিবেশের বরকতে তার ফিকহী মাসআলার প্রতি আগ্রহ জন্মালো তখন সে ইলমে দ্বীন শিখার জন্য ১৯৯৯ সালে জামেয়াতুল মদীনায় (ফয়যানে ওসমান গণী, গুলিস্থারে জওহর, বাবুল মদীনা, করাচী) ভর্তি হয়ে গেলো এবং ২০০৫ সালে আলিম হওয়াতে প্রিয় মুর্শিদ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর হাতে দস্তারে ফযীলত স্বরূপ সবুজ পাগড়ী শরীফ বাঁধার সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে গেলো।

একিনান মুকাদদর কা ওহ হে সিকান্দর
জিসে খে'র সে মিল গেয়া মাদানী মাহোল
দোয়া হে ইয়ে তুঝ সে দিল এ্যয়সা লাগা দেয়
না ছুঠে কভী ভি খোদা মাদানী মাহোল

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

দারুস সুন্নাহ মজলিশ

হে আশিকানে রাসূল! আপনারাও এই পবিত্র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং দ্বীনে খেদমতের মাদানী কাজে **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে সহায়তা করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** দুনিয়া জুড়ে প্রায় ১০৮টি বিভাগে সুন্নাতের সাড়া জাগাতে সদা ব্যস্ত, এর মধ্যে একটি হলো "দারুস সুন্নাহ মজলিশ"। এই মজলিশের অধীনে প্রশিক্ষিত ইসলামী ভাইয়েরা ইসলামী ভাইদেরকে এবং ইসলামী বোনেরা ইসলামী বোনদেরকে বিভিন্ন কোর্স করিয়ে থাকে। এই কোর্সে প্রয়োজনীয় আকীদা, নামাযের মাসআলা, বিশুদ্ধভাবে কোরআনে করীম পড়ার কায়দা, সুন্নাত ও আদব, স্পেশাল লোকদের মাঝে মাদানী কাজ করার পদ্ধতি বিশেষ সূরা সমূহ ইত্যাদি শিখানো হয়ে থাকে। **আল্লাহ পাকে**র দয়ায় এই পর্যন্ত

হাজারো ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোন এই মজলিশের অধিনে বিভিন্ন কোর্স করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। **আল্লাহ পাক** এই বিভাগকে আরো একাগ্রতার সহিত দ্বীনের খেদমত করতে থাকার তৌফিক দান করুন।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب!　　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

তিলাওয়াতে সিজদার মাসআলা

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ এর পুস্তিকা **“তিলাওয়াতের ফযীলত”** থেকে তিলাওয়াতে সিজদার কয়েকটি মাসআলা শ্রবণ করি: ✲ সিজদার আয়াত পড়া বা শুনার সাথে সাথে সিজদা ওয়াজিব হয়ে যায়। ✲ ফার্সী বা যেকোন ভাষায় যদি সিজদার আয়াতের অনুবাদ পড়া হয় তবে পাঠকারী ও শ্রবণকারী উভয়ের উপর সিজদা ওয়াজিব হবে। শ্রোতা এর অনুবাদ বুঝুক বা না বুঝুক যে, এটা সিজদার আয়াতের অনুবাদ। তবে এটা আবশ্যক যে, তাকে বলে দেয়া, এটা হলো সিজদার আয়াতের অনুবাদ ছিলো আর আয়াত পাঠ করা হলে তখন শ্রবণকারীকে সিজদার আয়াত (পাঠ করা হয়েছে) বলে দেয়ার প্রয়োজন নেই। (ফতোয়ায়ে আলমগীরি, ১/১৩৩) ✲ পাঠ করার মধ্যে শর্ত হলো, এতটুকু আওয়াজে (তিলাওয়াত) হতে হবে, যদি কোন বাধা না থাকে তবে নিজে শুনতে পাবে। (বাহারে শরীয়ত, ৪র্থ অংশ, ১/৭২৮) ✲ শ্রবণকারীর জন্য এটা আবশ্যক নয় যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে শুনুক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে শুনুক, (উভয় অবস্থায়) সিজদা ওয়াজিব হবে। (হেদায়া, ১/৮৭) ✲ যদি এতটুকু আওয়াজে আয়াত পাঠ করে, যা নিজে শুনতো কিন্তু শোরগোল বা বধির হওয়ার কারণে শুনলনা তবে সিজদা ওয়াজিব হয়ে গেলো আর যদি শুধু ঠোঁট নড়াচড়া করলো, আওয়াজ হলো না, তবে সিজদা ওয়াজিব হবে না। (ফতোয়ায়ে আলমগীরি, ১/১৩২)

ঘোষণা

তিলাওয়াতে সিজদার অবশিষ্ট মাসআলা তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রঊফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی لَہٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল ক্বউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْہُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَی اللّٰہُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاھُوَ اَھْلُہٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الْحَلِیْمُ الْکَرِیْمُ سُبْحَانَ اللّٰہِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)